

॥ श्रीमद्भगवद्गीता विवेचन सारसंक्षेप ॥

अध्याय 16: दैवासुरसम्पद्भिर्भागयोग

1/2 (श्लोक 1-12), रविवार, 09 अप्रिल 2023

ब्याख्याकार: गीता विशारद ड: सञ्जय मालपाणी महाशय

ईटिउव लिंक: <https://youtu.be/ka1KF9vrb2g>

दैवी एवं आसुरि सम्पद

दीप प्रज्ज्वलन करे भगवानेर आराधना शेषे भगवानेर साथे एकत्र करे गुरु पृज्जार मध्य दिये आजकेर आलोचना पर्व शुरु हय। श्रीभगवाने ई श्लोक अध्याये 'दैवसुरसम्पद्भिर्भागयोग' नामे दैवी ओ आसुरि सम्पदेर वर्णना करेछेन। आमरा यखन किछु वर्णना करि, तखन सेई सब कथा बलार मध्य दिये ता आमादेर विवेकेओ प्रवेश करे। पृज्य गुरुदेव स्वामी गोविन्ददेव गिरि जि सर्वदा बलेन- 'गीता पढ़ुन, पढ़ान, जीवने आनुन।' एटिके जीवने आनाओ कठिन नय। आमरा यखन श्रीमद्भगवद्गीता पाठ करि, तखन सेई शब्दगुलो आमादेर भेतर थेके पथ देखाय। ई अध्याये, भगवाने प्रथम तिनटि श्लोके 26टि दैवी गुणबली वर्णना करेछेन। ई गुणगुलि सूर्य उदयेर साथे थाका आलोर मतेई शुभ। तादेर जन्य श्री कृष्णेर काछे आत्समर्पण करे एवं सामान्य प्रचेष्टा प्रयोजन।

16.1

श्रीभगवानुवाच

अभयः (म्) सन्नसंशुद्धिः (र), ज्ञानयोगव्यवस्थितिः।

दानं(न्) दमश्च यज्जश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्॥१॥

श्री भगवाने बलेन- भयेर परम अनुपस्थिति; विवेकेर परम परिशोधन; ज्ञानेर जन्य योगव्यायामे दृढ अवस्थान; सात्त्विक दान; इन्द्रिय दमन; यज्ज; निज पाठ; दायित्व पालनेर जन्य भोगान्ति पोहाते हय शरीर-मन-कथार सरलता।

16.2

অহিংসা সত্যমক্রোধঃ(স্), ত্যাগঃ(শ্) শান্তিরপৈশুনম্। দয়া ভূতেশ্বলোলুপ্তবং(ম্), মর্দবং(ম্) হ্রীরচাপলম্॥2॥

কায়মনোবাক্যে কাউকেও কোনওভাবে কষ্ট না দেওয়া, যথার্থ ও প্রিয় ভাষণ(১), নিজের প্রতি অপরাধকারীর প্রতিও ক্রোধ না করা, সকল কর্মে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করা, চিত্ত-চাঞ্চল্যের অভাব, - পরনিন্দাবর্জন, সর্বভূতে অহেতুক দয়া, বিষয়সমূহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ হলেও আসক্ত না হওয়া, কোমলতা, লোক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে লজ্জা এবং ব্যর্থ চেষ্টার অভাব; ২

16.3

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ(শ্) শৌচম্, অদ্রোহো নাতিমানিতা। ভবন্তি সম্পদং(ন্) দৈবীম্, অভিজাতস্য ভারতা॥3॥

তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, বাহ্যভ্যন্তর

দিত্তি, শত্রুভাবশূণ্যতা এবং নিজের মধ্যে পূজ্যভাবের অনভিমান—হে ভারত! এই সমস্ত হল দৈবী সম্পদযুক্ত পুরুষদের লক্ষণ। ৩

এই তিনটি শ্লোক খুবই সুন্দর এবং সহজবোধ্য। আমরা প্রতিদিন এই শব্দের অনেক কথা বলি। এখানে অহিংসা নিয়ে খুব বেশি কিছু বলার দরকার নেই। মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় অহিংসাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। অহিংসা মানে শুধু দেহ দিয়ে কোনো জীবের প্রতি হিংসা না করাই নয়, কেউ যদি আমাদের মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যেকোনো একটিতে আঘাত পায় তাহলে সেটাও হিংসা। অহিংসার অর্থ হল মন ও বাচ থেকে অহিংস হওয়া। আমাদের কথায় কাউকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। আমরা যখন কথা বলি, এমনকি শব্দও হিংসাত্মক কারণ হতে পারে। আমাদের অভ্যন্তরীণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অনেকবার ভেঙে যায়। অনেক সময় আমাদের কথা কারো মনে কষ্ট দিতে পারে। অস্ত্রের ক্ষত সেরে যায়, কিন্তু মনের গায়ে লেগে থাকা কথার ক্ষত সারে না। কখনো কখনো আমাদের মনোভাব ওসহিংসতার দিকে নিয়ে যায়। এখানে প্রভুর শিক্ষার মধ্যে একটি বৈপরীত্য দেখা যায়। একদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন এবং এখানে তিনি অহিংসার কথা বলছেন। কিন্তু এটা ঘাতে না হয়। যদি কোনো সন্ন্যাসী নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। (সন্ন্যাসী কাসাব একটি উদাহরণ।) সুতরাং এই ধরনের সন্ন্যাসীকে হত্যা বা শাস্তি দেওয়া সহিংসতা নয়। হিংসার দ্বারা যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেই সহিংসতায় অনেকেই উপকৃত হয়, তবে সেই হিংসার মধ্যেও অহিংসা আছে। বিচারক যদি দুষ্টকে সাজা দেন, তাহলে সেই হিংসাও অহিংসা। অন্যের টাকা, নারী ইত্যাদি অপহরণ, খুনের চেষ্টা ইত্যাদি সন্ন্যাসীর লক্ষণ। দুর্যোগ্য, দুঃশাসন সন্ন্যাসী। গীতা বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে শেখায়। শ্রীভগবান এই শ্লোকগুলিতে 26টি দৈবী গুণ বর্ণনা করেছেন যা নিম্নরূপ:

1. **অভয়** - অভয় প্রথম দৈবী সম্পদ। অভয় মানে- নির্ভীকতা। এই নির্ভীকতা আমাদের মধ্যে কিভাবে এলো? আমরা যদি সত্যের পথে থাকি তবে আমরা নির্ভীক। আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকলে আমরা নির্ভীক। আত্মবিশ্বাসের জন্য শক্তির অনুশীলন প্রয়োজন। শরীর যেন শক্ত থাকে, তাই ব্যায়াম করতে হবে। শক্তির সাথে আত্মবিশ্বাস আসে, তাই শক্তি উপার্জন নির্ভীকতা দেয়।

2. **সত্ত্বশুদ্ধি** - পবিত্রতা থাকতে হবে। শুধু হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করলে যেমন শুদ্ধি হয় না; বিশুদ্ধ জল দিয়ে হাত ধোয়াও জরুরি। এর পাশেই রয়েছে সঠিক পরিশুদ্ধি। শরীরের সাথে সাথে মনের পবিত্রতাই সঠিক শুদ্ধি।

3. **জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতি** - তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ধ্যানে একটি স্থির অবস্থা (উপাদান থেকে ঈশ্বরের রূপকে জানার জন্য, সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার রূপে একত্বের সাথে ধ্যানের অবিচ্ছিন্ন গভীর অবস্থার নাম 'জ্ঞানযোগব্যবস্থা')

শ্রীমদ্ভগবদগীতা জ্ঞান এবং বিজ্ঞান উভয়ই প্রচার করে। বিজ্ঞান হল বাহ্যিক জ্ঞান যা পরীক্ষাগারে পর্যবেক্ষণ করা যায়। বিজ্ঞানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এটি পরিবর্তনশীল। যদিও জ্ঞান অভিজ্ঞতার বিষয় এবং জ্ঞান অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন। এই কারণেই গীতা তার রচনার সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পরেও আজও প্রাসঙ্গিক। যোগব্যায়াম করা হয় জ্ঞান অর্জনের জন্য। শ্রীমদ্ভগবদগীতা হল যোগ বিজ্ঞান। পুষ্পিকার 'যোগশাস্ত্র' শব্দটিই এর প্রমাণ। জ্ঞানালোকে পৌঁছানোর জন্য সেই বিজ্ঞানের (যোগ) সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। প্রতিদিন যোগব্যায়াম অনুশীলন করা - যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান এবং ধারণা দ্বারা পাঁচটি ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। আমাদের জীবন অভ্যন্তরীণভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত। শুদ্ধ আচার-আচরণ হলো শৃঙ্খলার প্রথম ধাপ। এই ধারাবাহিকতায় শুদ্ধ লেখা ও শুদ্ধ উচ্চারণের চর্চাও আমাদের জীবনকে সাজাতে সহায়ক। এজন্য আমাদের পবিত্রতার প্রতি তাগিদ থাকা উচিত।

4. **দান** - দান মানে শুধু অর্থ দান নয়। অনেক ধরনের দান আছে- সময় দান, অঙ্গ দান, জ্ঞান দান, শরীর দান, ঋণদান, শিক্ষা দান, রক্তদান ইত্যাদি। শুভ কাজের জন্য আপনার সময় দেওয়া সময়ের দান। অহং থেকে মুক্তির মাধ্যম হল ঋণ। কাজটি নিজে করা এবং অন্যকে কৃতিত্ব দেওয়াই কৃতিত্ব। আমাদের প্রতিদিন ভাবতে হবে যে আমি আজ কি দান করলাম? ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষার জন্য এক মহিলার বাড়িতে গিয়েছিলেন। মহিলাটি দুঃখের সাথে বললেন মহাত্মা, তোমাকে দেবার মত আমার কিছুই নেই। ভগবান বুদ্ধ বললেন মা এই মাটি আমার বাড়িতে রাখো। মহিলা বললো ভগবান তোমার বাড়ি নোংরা হয়ে যাবে। ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন যে বাড়ি নোংরা হয়ে গেলেও আপনার দেওয়ার মনোভাব রক্ষা করা হবে। তাই দান করা উচিত।

5. **দম** - নিজেকে দমন করা, নিজেকে সংযত করা। রসনার নিয়ন্ত্রণ (জিহ্বা), চোখের নিয়ন্ত্রণ, কানের নিয়ন্ত্রণ।

6. **যজ্ঞ** - যজ্ঞের অনেক প্রকার আছে - শুধুমাত্র ঘি দিয়ে আগুনে নিবেদন করা যজ্ঞ নয়। সকলের কল্যাণের জন্য ব্যবহারিক দানই হল যজ্ঞ।

7. **স্বাধ্যায়** - নিজে অধ্যয়ন করা।

8. **তপ** - নিজে তপস্যা করা। নিজের ক্ষমতা বাড়ানো।

9. **আর্জব** - সরলতা। সোজা ভাষায় কথা বলুন। উদ্বেগ না দিয়ে কথা বলানি বাণীর তপস্যা। তার অপর নাম আর্জব।

10. **অহিংসা** - মন, বাক ও শরীর দ্বারা কাউকে আঘাত না করা।

11. **সত্য** - সঠিক এবং প্রিয় বক্তৃতা।

12. **অক্রোধ** - এমনকি যে আপনার উপর অন্যায় করেছে তার উপর রাগ না করা।

13. **ত্যাগ** - কর্মে কর্তৃত্বের গর্বের বলিদান।

14. **শান্তি** - বিবেকের উর্ধ্ব মানে মনের খেলাধুলার অনুপস্থিতি।

15. **অপৈশুন** - কারো অবর্তমানে তাদের নিন্দে করা উচিত নয়। আমাদের কারো ক্ষতি করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

16. **দয়া** - সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া

17. **অলোলুপত্বম** - আসক্তির অভাব। ইন্দ্রিয়ের বস্তু সংস্পর্শে থাকলেও তাদের প্রতি কোনো আসক্তি না থাকা।

18. **মর্দবং** - আমাদের আচরণে যে সৌম্যতা (মর্দবতা) তাকে মর্দব বলে। আমাদের চাল চলনেও মধ্যেও সৌম্যতা থাকা উচিত। মাতা শবরী কিভাবে চলতেন? আমাদের চোখে, আমাদের কথায়, আমাদের আচরণে সৌম্যতা প্রকাশিত হওয়া উচিত।

19. **হ্রী** - লজ্জা। এটি একটি দৈবী গুণ।

20. **অচপল্য**- মনের স্থিরতা। নিরর্থক প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি।

21. **তেজ**- মহাপুরুষদের সেই শক্তির নাম তেজ, যার প্রভাবে নীচ প্রকৃতির ও বিষয়াসক্ত মানুষরা তাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে অধর্ম বন্ধ করে এবং মহৎ কাজে নিয়োজিত হয়।

22. **ক্ষমা** - কিভাবে সহজে ক্ষমা করতে হয় তা জানা উচিত। মানুষ কথা ধরে রাখে। ক্ষমা করেন না।

23. **ধৃতি** - ধৈর্য

24. **শৌচ** - বাইরের ভিতরে শুদ্ধিকরণ। শুদ্ধ ব্যবহারে বস্তু ও খাদ্যের দ্বারা আহারে ও বিশুদ্ধ আচার-আচরণে ব্যবহারে এবং জল দ্বারা দেহের পবিত্রতাকে বাহ্যিক শুদ্ধিকরণ এবং রাগ, দ্বেষ ও কপটতা প্রভৃতি ব্যাধির বিনাশ করে অন্তরের শুদ্ধিকরণ করে।

25. **অদ্রোহ** - শত্রুরতার অভাব। কারো প্রতি শত্রুভাব পোষণ না করা।

26. **ন অতিমানিতা** - অহংকারের অনুপস্থিতি। পূজার যোগ্য হওয়ার যার অহংকার নেই। এমন সুন্দর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

ছাব্বিশ গুণের সমন্বয়ে গঠিত এই সেনা ধর্মের সেনা। এই সেনার সেনাপতি হলেন 'অভয়' যিনি প্রথম এসেছেন। 'ন অতিমানিতা' শেষে এসেছে। অর্থাৎ অহংকার পিছন থেকে আঘাত করে। অতঃপর নির্বিকার থাকলে তা আমাদেরকে অহংকার থেকে রক্ষা করবে। আমাদের মধ্যে অধর্মের সেনাও আছে। আসুরী গুণাবলী যে সম্পদ হল অধর্মের সেনা। এই সব শুধুমাত্র আমাদের মনের মধ্যে আছে। পরের শ্লোকে ভগবান ছয়টি আসুরী গুণের কথা বলেছেন -

16.4

**দন্তো দর্পোহভিমানশ্চ, ক্রোধঃ(ফ) পারুষ্যমেব চা
অজ্ঞানং(ঞ) চাভিজাতস্য, পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥4॥**

হে পার্থ ! দন্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান—এই সকল হল আসুরী সম্পদসহ জাত পুরুষদের লক্ষণ। ৪

ছয়টি আসুরী গুণ হল- 1. দন্ত (ছল, নাটক, ভান), 2. দর্প (অহংকার), 3. অহংকার, 4. ক্রোধ, 5. পরুষ্য (কঠোরতা) এবং 6. অজ্ঞতা।

শ্রী ভগবান এই ছয়টি আসুরী সম্পদের কথা বললেন। যদি দেখা যায়, দৈবী সম্পদের অধীনে সংখ্যার দিক থেকে 26টি গুণ বেশি, কিন্তু একটি ছোট ছিদ্র যেমন একটি খুব বড় নৌকা ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, ঠিক একইভাবে, সমস্ত দৈবী গুণাবলী সম্পন্ন একজন পরিপূর্ণ মানুষের মধ্যে, এই ছয়টির মধ্যে আসুরী সম্পদ যদি একটি খারাপ গুণও আসে তবে তার পতন নিশ্চিত। তারা সংখ্যায় কম কিন্তু হিংস্র। যদি দৈবী সম্পদ ভবসাগর

অতিক্রম করে, তবে আসুরি সম্পদ পতনের দিকে নিয়ে যায়। সাধক জ্ঞানেশ্বর মহারাজ জ্ঞানেশ্বরীতে বলেছেন যে এই ছয়টি দোষ বিপরীত বুদ্ধি দেয়। রাবণ ছিলেন শিবের পরম ভক্ত, মায়ের ভক্ত। তার মাকে ভগবান শিবের দর্শন দেওয়ার জন্য, তিনি অহংকার থেকে কৈলাস পর্বতকে তুলে নেওয়ার সাহস করেছিলেন। ফলে ভগবান শিব কৈলাসের নিচে হাত চাপা দেন। সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে রাবণ ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করে যে শব্দ ফুলের অপূর্ব মালা রচনা করেন তাকে বলা হয় শিবতাণ্ডবস্তোত্র। আশুতোষ ভগবান শিব প্রসন্ন হয়ে তাকে মুক্তি দেন। অহংকারে এমন বিদ্বান রাবণ ধ্বংস হয়ে গেল। রাবণ অহংকার প্রতীক।

16.5

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়, নিবন্ধায়াসুরী মত্যা মা শুচঃ(স্) সম্পদং(ন্) দৈবীম, অভিজাতোসি পাণ্ডবা।।5।।

দৈবী সম্পদ সংসারবন্ধন হতে মুক্তির হেতু এবং আসুরী সম্পদ সংসার বন্ধনের কারণ। হে পাণ্ডব ! তুমি শোক করো না, কারণ তুমি দৈবী সম্পদ নিয়ে জন্মেছ।

এই ছাব্বিশটি দৈবী গুণগুলি মোক্ষদা, মুক্তিদায়ক। আসুরি সম্পদ হ্রাস হতে বাধ্য। ভগবান বলেন, হে পাণ্ডব (অর্জুন)! আপনার দুঃখ করার দরকার নেই কারণ আপনি দৈবী গুণাবলীর অধিকারী।

16.6

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেস্মিন্, দৈব আসুর এব চা দৈবো বিস্তরশঃ(ফ) প্রোক্ত, আসুরং(ম্) পার্থ মে শৃণু।।6।।

হে পার্থ ! ইহলোকে দুই প্রকারের মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, এক দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন এবং অপরটি আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন। এদের মধ্যে দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের কথা বিস্তারিতভাবে বলেছি, এইবার আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের কথা বিস্তারিতভাবে আমার নিকট শোনো। ৬

পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ (দৈবী ও আসুরি) আছে। আমরা নিজেদের মূল্যায়ন করতে পারি। দৈবী গুণাবলী সাত্ত্বিকতা দেখায় এবং আসুরি গুণাবলী প্রতিহিংসা প্রদর্শন করে। দৈবী গুণাবলী ও সম্পদের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়েও ঈশ্বর দৈবী গুণ ও সম্পদের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু তারা যেমন বলে-

যন্ত্র বিনা শব্দ নেই
ফুল বিনা মধু নেই
ঘর্ষণ বিনা আগুন দেখা যায় না
তেমনি মানবদেহও দৈবী ও আসুরি সম্পদে পরিপূর্ণ।

এরপর ভগবান আসুরি গুণের বিস্তারিত বর্ণনা করছেন-

16.7

প্রবৃত্তিঃ(ঞ) চ নিবৃত্তিঃ(ঞ) চ, জনা ন বিদুরাসুরাঃ। ন শৌচং(ন্) নাপি চাচারো, ন সত্যং(ন্) তেষু বিদ্যতে।।7।।

আসুরী স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি -এই দুটিকেই জানে না। তাই তাদের মধ্যে বাহ্যভ্যন্তর শুদ্ধি নেই, সদাচার নেই এবং সত্যভাষণও নেই। ৭

পুণ্যের প্রবণতা থাকতে হবে এবং পাপ থেকে বিরত থাকতে হবে। ব্যক্তিকে দৈবী গুণাবলীতে নিযুক্ত করা উচিত

এবং আসুরি গুণাবলী থেকে অবসর নেওয়া উচিত। শেষ আসুরি গুণ হল অজ্ঞতা। রেশমের কীট যেমন নোংরাতে মারা যায়, একই ধরনের আসুরি প্রবণতা হল অপবিত্রতা। বাইরে থেকে এবং ভিতরে থেকে পবিত্রতার জন্য চেষ্টা করা উচিত। শরীর শুদ্ধির পাশাপাশি পেট পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করতে হবে। পেট পরিষ্কার না হলে ত্রিফলা ইত্যাদি দ্বারা পেট পরিষ্কার রাখতে হবে। মনের পবিত্রতাই পবিত্রতা। আসুরি মানুষও মন ও শরীরে নোংরা। তাদের ঘুম ও জেগে নিয়মিততা, খাদ্যাভ্যাসের পরিচ্ছন্নতা নেই। তারা নৈতিকতাহীন, স্বাধীনচেতা। ছাগলের মতো সারাদিন অবাধে খেতে থাকে; এই মানুষগুলো এমনই হয়; বাতাসের মত প্রবাহিত। মিথ্যাই তাদের জীবনের ভিত্তি। এই সব খারাপ অভ্যাস তাদের মধ্যে থেকে যায়। উপর থেকেও তারা মেনে নেয় না।

16.8

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং(ন) তে, জগদাহুরনীশ্বরম্। অপরস্পরসম্ভৃতং(ও), কিমন্যং কামহৈতুকম্॥৪॥

এই আসুরী প্রকৃতির মানুষেরা বলে এই জগৎ ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাহীন, সত্যশূন্য এবং কর্মফলদাতা ঈশ্বর বলে কেউ নেই। শুধু কামবশতঃ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই এ উৎপন্ন, এছাড়া আর কিছুই নেই। ৮

তাদের যুক্তি অসত্যের উপর ভিত্তি করে। তারা সহজেই অসত্যের আশ্রয় নেয়। তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেননি। জগৎ সৃষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র যৌনতা ও ভোগ দ্বারা। তারা চার্বাক 'ঋনম্ কৃত্বা ঘটম্ পীবেত' নীতিতে বিশ্বাসী। তারা কোন শুভ সময় বিবেচনা করে না, তারা ভোগবাদী। তারা বিভ্রান্ত এবং নেশাগ্রস্ত। পাপ ও পুণ্য সবকিছুকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করে; তারা গণবিরোধী।

16.9

এতাং(ন) দৃষ্টিমবষ্টভ্য, নষ্টাত্মানোল্লবুদ্ধয়ঃ। প্রভবন্ত্যগ্রকর্মাণঃ, ক্ষয়ায় জগতোহিতাঃ॥৭॥

এইরূপ মিথ্যা জ্ঞান অবলম্বন করে বিকৃত স্বভাব এবং মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন, অহিতকারী ক্রুরকর্মা ব্যক্তিগণ জগতের বিনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করে। ৯

এভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তারা নিজেদেরকে ধ্বংস করে, সঙ্গীদেরও।

16.10

কামমাপ্রিত্য দুস্পূরং(ন), দন্তমানমদান্বিতাঃ। মোহাদগৃহীত্বাসদগ্রাহান্ প্রবর্তন্তেশুচিব্রতাঃ॥১০॥

এইসব দুস্পূরণীয় বাসনায় পূর্ণ, দন্ত, অভিমান ও মদযুক্ত মানুষেরা অজ্ঞানবশতঃ অশুচি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভ্রষ্টাচারে প্রবৃত্ত হয়ে সংসারে বিচরণ করে। ১০

এই ধরনের আসুরি প্রকৃতির লোকেরা তাদের মিথ্যা নীতির আশ্রয় নেয়। এটাই তারা সত্য বলে মনে করেন। ইচ্ছা পূরণ করাই তার লক্ষ্য। তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে দুর্নীতির সাথে জড়িত। তাদের নিজেদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ, সংযম নেই।

16.11

**চিন্তামপরিমেয়াং(ঞ) চ, প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা, এতাবদিত্তি নিশ্চিতাঃ ॥11॥**

মৃত্যুকাল পর্যন্ত এরা অসংখ্য চিন্তার আশ্রয় নিয়ে বিষয়ভোগে রত থাকে ও 'এই-ই সুখ' এইরূপ মনে করে থাকে। ১১

তাদের মতে কামভোগই জীবনের চরম সত্য। তারা তাদের মনের কথা খুব যুক্তি দিয়ে বলে। তারা আশা এবং অর্থের পিছনে রয়েছে।

16.12

**আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ(খ), কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থম্ , অন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥12॥**

তারা অসংখ্য আশাপাশে অর্থাৎ কামনার জালে আবদ্ধ থেকে এবং কাম ও ক্রোধের অধীন হয়ে বিষয়ভোগের জন্য অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহে রত থাকে। ১২

তারা অনেক ধরনের আশায় আবদ্ধ। কাম ও ক্রোধ নিবেদিত থাকে। সম্পদ আহরণে নিয়োজিত এসব মানুষ আসুরি সম্পদের পদচারণার উদাহরণ। এ ধরনের দুর্ভোগদের পরিহার করতে হবে।

আরও, শ্রী ভগবান আরও অনেক সুন্দর কথা বলেছেন যা পরবর্তী আলোচনায় আলোচনা করা হবে।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নকর্তা : হেমলতাজী

প্রশ্ন : ভগবানের সামনে বসে কি গীতা পাঠ করা উচিত?

উত্তর : শ্রীমদ্ভগবদগীতা হল ভগবানের সাহিত্যিক রূপ। ঈশ্বরের মূর্তি আছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতা অপবিত্রতা দ্বারা স্পর্শ হয় না। তাই আপনি যে কোন জায়গায় গীতা পাঠ করতে পারেন।

প্রশ্নকর্তা : বিনীতা জী

প্রশ্ন : ভগবান কেন অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বলেছিলেন?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত ক্ষমাশীল। ঈশ্বর শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। মহাভারতের যুদ্ধ থামানোর চেষ্টাও করেছিলেন ভগবান। কিন্তু শান্তির সব পথ বন্ধ হয়ে গেলে যুদ্ধের বিকল্প নেই। ভালো মানুষের সুরক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়ত্ব অপরিহার্য। দুষ্ণদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ভালো মানুষের হাতে অস্ত্র থাকা উচিত। এটাই শ্রীমদ্ভগবদগীতার শিক্ষা। সীমান্তের ওপার থেকে আসা সন্ত্রাসীদের হত্যা করা সেনাবাহিনীর দায়িত্ব। এটাই ধর্ম। তাই আমাদের সন্তানদেরকে শক্তির পূজা করান। মাতা জিজাবাই ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মধ্যে সেই ক্ষত্রধর্ম জাগ্রত করেছিলেন। ভূষণ লিখেছেন শিবাজী না থাকলে সবাই সুন্নি হত।

প্রশ্নকর্তা : বৈষ্ণবী পাতিল জী

প্রশ্ন : আমিষ ও নিরামিষের মধ্যে কোনটি ভালো?

উত্তর : আমিষের প্রয়োজন নেই। মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান শুধুমাত্র নিরামিষভোজনেই পাওয়া যায়। খাদ্য আমাদের মন এবং কথাবার্তার উপরও প্রভাব ফেলে। যেমন খাবার খায়, তেমনি মনের মতো এবং পানির মতো, কথার মতো। কিন্তু আমিষ যদি কারো বাড়ির ঐতিহ্য হয়, তাহলে ঘৃণাও করবেন না। কিন্তু নিরামিষ আমাদের প্রাকৃতিক খাদ্য। আমাদের পাকস্থলী, অন্ত্র, মুখ এবং দাঁতের গঠন নিরামিষাশী প্রাণীর মতো। নিরামিষ খাবারই মানুষের বৈজ্ঞানিক খাদ্য।

প্রশ্নকর্তা : অচলা জী

প্রশ্ন : 'পারুষ্য' শব্দের অর্থ ও ৯ নম্বর শ্লোকের ব্যাখ্যা?

উত্তর : মানুষ স্বভাবতই কঠোর। পারুষ্য মানে কঠোর।

৭ নম্বর শ্লোকটি নিম্নরূপ:

এতাং(ন্) দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানৌঃস্ববুদ্ধয়ঃ।

প্রভবন্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহিতাঃ॥ ১৬.৯ ॥

অর্থাৎ যে মনুষ্যরা তাদের চিরন্তন রূপ গ্রহণ করে না, যাদের বুদ্ধি কম। তারাই দুনিয়ার শত্রু যারা জঘন্য কাজ করে। এই ধরনের লোকদের শক্তি শুধুমাত্র বিশ্ব ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞানশক্তি জী

প্রশ্ন : একাদশীতে সমগ্র গীতা পাঠ করলে কি কি উপকার পাওয়া যায়?

উত্তর : প্রতিদিন না হলে পনের দিনে একবার পুরো গীতা পাঠ করে কি লাভ হবে? ভগবদগীতা ছন্দবদ্ধ। এর ছন্দময় আবৃত্তি আমাদের পরিচ্ছন্নতার ছন্দে আবদ্ধ করে। এর কারণে আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তির যোগাযোগ রয়েছে। প্রাণায়ামের ফলে শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ আপনা আপনি বেড়ে যায়, যার ফলে আমাদের শরীরের রোগগুলো চলে যায়। এর পাশাপাশি রয়েছে বহু অতিপ্রাকৃত উপকারিতা। 'মুকং করোতি বাচালম্'-এর মতো গীতা পাঠ করে অনেকের বাক-বিকৃতি দূর হয়েছে। সংস্কৃত শ্লোকগুলির ছন্দময় আবৃত্তি শরীরের কোষগুলিকে সক্রিয় করে। ভগবদগীতা হল যোগ বিজ্ঞান। বিশেষ তারিখটিও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন আমাদের প্রতিদিন তেরোটি সূর্য নমস্কার করা উচিত, কিন্তু সপ্তমীর দিনে আমাদের যথাসম্ভব সূর্য নমস্কার করা উচিত।

সুন্দর প্রার্থনা দিয়ে আজকের অধিবেশন শেষ হয়।



আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

<https://vivechan.learngeeta.com/feedback/>

বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!

আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ!

সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাশ্রমিক লেখন বিভাগ

প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!

আসুন আমরা সবাই গীতা পরিবারের এই ধ্যেয় মন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের গীতাশ্রেণী উপহার হিসাবে পাঠাই।

<https://gift.learngeeta.com/>

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

<https://vivechan.learngeeta.com/>

॥ গীতা পড়ুন, পড়ান , জীবনে গ্রহণ করুন ॥
॥ ॐ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥